পথ বেঁধে দিল

মূল্য দুই আ

ঠিক যেমনটি চান

অভিনব রূপ পরিকল্পনায়, গঠন বৈশিষ্ট্যের পারিপাট্যে, সুমনোহর কারুকার্য্যে, নির্ম্মাণ নৈপুণ্যের উৎকর্ষে এবং স্বর্ণের বিশুদ্ধতায় আভরণ ও অলঙ্কারে যে যে বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেই চান, একমাত্র গিনি স্বর্ণের প্রস্তুত আমাদের প্রতিটি অলঙ্কারে ঠিক সেই বৈশিষ্ট্যগুলিই আছে। আমাদের দোকানে নানাবিধ আধুনিক ডিজাইনের স্বর্ণালঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং অর্ডার দিলে মনোমত করিয়া প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। মফঃস্বলের জিনিস ভি পি ডাকে পাঠান হয় এবং পুরাতন স্বর্ণের বদলে নূতন অলঙ্কার পাওয়া যায়। মজুরী সুলভ অথচ প্রত্যেকটি জিনিষের জন্য গ্যারাণ্টি দেওয়া থাকে।

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স

সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অফ লেট বি, সরকার

ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

১২৪, ১২৪-১ বহুবাজার ষ্ট্রীট · কলিকাতা

ফোন-বি-বি-১৭৬১
গ্রাম ব্রিলিয়্যান্টস

ডিলাক্স পিকচার্সের

পথ বেঁধে দিল

শ্রেষ্ঠাংশে :—কানন দেবী ও ছবি বিশ্বাস

অন্যান্য ভূমিকায়

জহর গাঙ্গুলী, পূর্ণিমা, তুলসী লাহিড়ী, প্রভা, রবি রায়, শ্যাম লাহা, রঞ্জিত রায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, জীবেন বসু, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জি, আশু বসু, কুমার মিত্র, মনি শ্রীমানী, মনোরঞ্জন সরকার, কালী গুহ, রাইমোহন, তপন কুমার, বেচু, নৃপতি, কানু, অর্দ্ধেন্দু, বীণা, সুলেখা, উষা।

রচনা ও পরিচালনা :—প্রেমেন্দ্র মিত্র

সঙ্গীত :—রবীন চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন মিত্র

আলোক চিত্রী	— বিভূতি লাহা	শব্দ যন্ত্রী	— যতীন দত্ত
সম্পাদক	— সন্তোষ গাঙ্গুলী	রসায়ণাগারিক	— শৈলেন ঘোষাল
শিল্প নির্দ্দেশক	— তারক বসু	রূপ-সজ্জা	— রামু
স্থির চিত্রী	— বিনয় গুপ্ত	কারু শিল্পী	— গোপী সেন

ব্যবস্থাপক :—বিমল ঘোষ

সহকারী

পরিচালনায় — বিভূতি চক্রবর্ত্তী, নির্ম্মল তালুকদার, ধীরেন মুখার্জ্জী
আলোক চিত্রে — নিধু দাস গুপ্ত, অনিল গুপ্ত, সাধন রায়, অরুণ বসু
শব্দ যন্ত্রে — গোবিন মল্লিক, তরণী রায়
রূপ সজ্জায় — বসীর, ফকরু, সেলিম
ব্যবস্থাপনায় — সুবোধ পাল, নিতাই সিংহ, যাদব চক্রবর্ত্তী
রসায়ণাগারে — শৈলেন চাটার্জ্জী, জীবন ব্যানার্জ্জী, নিরঞ্জন সাহা, তারক মুখার্জ্জী
তড়িৎ নিয়ন্ত্রন — হেমন্ত বসু, সুধাংশু দাস ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, প্রভাস ভট্টাচার্য্য

"রবীন্দ্র সঙ্গীত"

পরিচালনা :—অনাদি দস্তিদার

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত।

একমাত্র পরিবেশক :—ডিলুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স।

—:০ কাহিনী ০:—

বিধাতা নিজের খেয়ালে কখন কোন সুতোর সঙ্গে কোন সুতো জড়িয়ে যে জাল বোনেন তা শুধু তিনিই জানেন। কখনো দুটি সুতোয় জন্ম-জন্মান্তরের গাঁঠ পড়ে, কখনও বা একটু ছোঁয়া-ছুঁয়ি হয়েই কে কোথায় বিশাল সংসারে চিরদিনের মত হারিয়ে যায়।

কুমার দীপনারায়ণের এমনিই এক জনের সঙ্গে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে দেখা হয়েছিল। বুঝি মনে কোথায় একটু দাগও লেগেছিল। কিন্তু সেই দেখার সূত্র ধরে জীবনে কোন আলোড়ন কোন দিন আসবে তিনি ভাবতে পারেন নি।

কুমার দীপনারায়ণ রায়গড়ের চৌধুরী বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু সংসারে কোন বন্ধন না থাকায় খেয়ালের বশে চলাই তাঁর স্বভাব। সাগর পার থেকে লেখা পড়া শিখে এসেও কোন পরিবর্ত্তন তাঁর হয়নি। আজও তেমনি ভাবুকের মত এখানে সেখানে ভেসে বেড়ান।

এমন দিনে মীনাঘাটের দেওয়ান সূর্য্যশঙ্কর স্বয়ং এক দিন তাঁর কাছে এসে গান্ধির মীনাঘাটের রাজকুমারী চন্দ্রা দেবীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। দেওয়ানের এ প্রস্তাবে দীপনারায়ণের একটু খটকা লাগে। তাঁর বুঝতে দেরী হয় না যে দেওয়ানের এ প্রস্তাবের পেছনে একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে। দেওয়ানকে তা বুঝতে

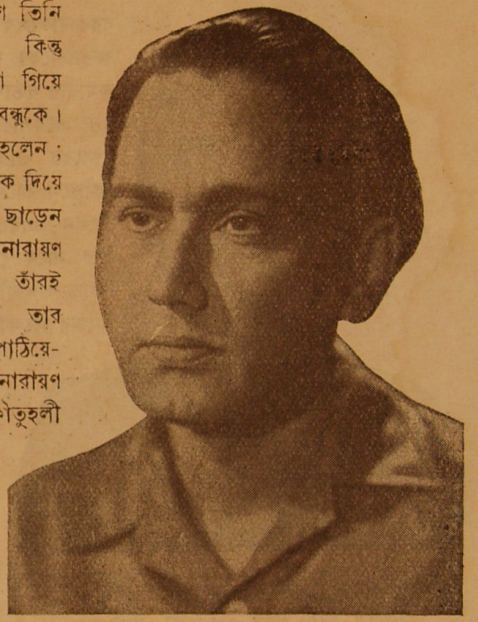

না দিয়ে দেওয়ানের নিমন্ত্রণ তিনি স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে নিজে না গিয়ে পাঠালেন তাঁর এক বন্ধুকে। দেওয়ান অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন; কিন্তু তখনও দীপনারায়ণকে দিয়ে কার্য্যোদ্ধারের আশা তিনি ছাড়েন নি। তাঁর কাছেই দীপনারায়ণ শুনলেন যে রাজকুমারীও তাঁরই মত নিজে দেখা দেন নি; তার বদলে তাঁরি এক বোনকে পাঠিয়েছেন। একথা শুনে দীপনারায়ণ রাজকুমারী সম্বন্ধে সত্যি কৌতূহলী হয়ে উঠে, মীনাঘাটে যেতে রাজী হলেন। কিন্তু আবার কতকটা ঘটনাচক্রে ও কতকটা নিজের খামখেয়ালিতে যথোচিত ভাবে দেওয়ানের কথা রাখা দীপনারায়ণের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। মীনাঘাটে তিনি উপস্থিত হ'লেন বটে কিন্তু দীপনারায়ণ হিসাবে নয়; সেখানকার নব-নিযুক্ত ল-অফিসার জগদীশ প্রসাদ রূপে। এবার দেওয়ানের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। দেওয়ানের বাধা সত্ত্বেও রাজকুমারীর সঙ্গে দীপনারায়ণের অকস্মাৎ এক দিন দেখা হয়ে গেল। কেউ কারুর সত্যকার পরিচয় জানেন না; শুধু প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি দুজনের মনেই যে গভীর রেখাপাত করেছিল সামান্য দুচারটে কথার পরেই তা বুঝতে দেরী হ'ল না। দুজনেই দুজনের কাছে অবশ্য মিথ্যা পরিচয় দিলেন।

বাইরের পরিচয় মিথ্যা হলেও হৃদয়ের পরিচয় যখন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌তে চলেছে তখন অত্যন্ত রূঢ়ভাবে দীপনারায়ণের ভুল ভাঙ্গলো। নির্দ্দিষ্ট যায়গায় দুজনে বেড়াতে এসেছিলেন। হঠাৎ দেওয়ানের দ্বারা নির্য্যাতিত এক জংলী সর্দ্দার গাড়ী ভেঙ্গে পালিয়ে তাদেরই শরণাপন্ন হ'ল। পাইক বরকন্দাজ কাছাকাছিই ছিল। জংলী সর্দ্দার তাঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল না। কিন্তু পাইক

বরকন্দাজদের কাছ থেকে মীনাঘাটের অত্যাচারের নমুনা ও সেই সঙ্গে রাজকুমারীর সত্যকার পরিচয় পেয়ে দীপের মন একেবারে তিক্ত হয়ে গেল। বন্দী সর্দারের ভার নেবার ছল করে তিনি কৌশলে তাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন; এবং রাজকুমারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর নামে দেওয়ান যখন এ ঘটনার কৈফিয়ৎ দাবী করলেন তখন তীব্র ভাষায় নিজের বিক্ষোভ প্রকাশ করে দীপনারায়ণ কাজে ইস্তফা দিয়ে মীনাঘাট ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। মনে যাই থাকুক বাইরে মীনাঘাটের অপমানের শোধ নেবার ছল করে রাজকুমারী যেমন করে হ'ক দীপকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা দেওয়ানকে করতে বললেন।

দেওয়ান এবার নূতন এক ফন্দী আঁটলেন। মীনাঘাটের কাজ নিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে দীপের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে দেখে শঙ্কিত হয়ে তিনি লুপ্ত-গৌরব এক বড় ঘরের অপদার্থ ছেলের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। পিতৃ-বন্ধু বৃদ্ধ দেওয়ানের অনুরোধ একেবারে ঠেলে ফেল্‌তে রাজকুমারী পারলেন না। মনের কথা মনেই চেপে রেখে তিনি এক রকম এ ব্যাপারে সায়ই দিলেন। বাইরের কেউ কিছু জানলো না; কিন্তু এক রাত্রের অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর দেখা গেল উকীল জগদীশ বাবু মীনাঘাট ছেড়ে, কাউকে কিছু না বলে জঙ্গল মহালে চলে গেছেন। দেওয়ান এ সংবাদ জান্‌তে পেরে বাইরে উকিল বাবুর দোষ দিলেও মনে মনে খুসী হ'য় বিবাহের আয়োজন যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু একেবারে শেষ-মুহূর্ত্তে রাজকুমারী বেঁকে বস্‌লেন। এক বার জঙ্গল মহলে তাঁকে যেতেই হবে। তাতে বিয়ের অনুষ্ঠান পেছিয়ে যায় যাক্।

রাজকুমারীর খেয়ালে সায় দিয়ে চতুর দেওয়ান জঙ্গল-মহালে শীকারের নামে প্রায় সকলকেই নিয়ে এসেছেন। জঙ্গল-মহালে এসে কিন্তু রাজকুমারীর এত দিনের

সংযমের বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে গেল। যাঁকে তিনি উকীল জগদীশ বাবু বলে জানেন তাঁর কাছে নিজের হৃদয় উন্মুক্ত না করে পারলেন না। দীপনারায়ণ এ ব্যাপারের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। তবুও নিজকে সংযত করে রাজকুমারীকে তাঁর নিজের ভুল বুঝিয়ে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তিনি একেবারেই সরে যেতেন, কিন্তু আবার দেওয়ান এসে গোল বাঁধালে। জঙ্গল-মহালে জংলীরা বিদ্রোহ করেছে, এই খবর পেয়ে দীপনারায়ণকেই এর জন্যে দায়ী প্রমাণ করতে রাজকুমারীর কাছে এসে ব্যর্থ হ'য়ে তিনি দীপনারায়ণের সত্যকার পরিচয় জানিয়ে দিলেন। দীপনারায়ণের কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ না শুনে রাজকুমারীর মন প্রথমটায় সত্যি একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু জংলীদের বিদ্রোহের সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিয়ে দীপনারায়ণ যখন একাই সেই বিদ্রোহ শান্ত করতে এই বিপদের ভেতর বেরিয়ে গেলেন তখন দেওয়ানের সমস্ত বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে রাজকুমারী তাঁর সন্ধানে না গিয়ে পারলেন না।

মরিয়া হয়ে দেওয়ান এবার তাঁর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। দীপনারায়ণের সঙ্গে রাজকুমারীর দেখা হ'ল না। রাত্রির অন্ধকারে নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যে কি পৈশাচিক ব্যাপার যে ঘটল তা তিনি জানতেও পারলেন না। শেষ পর্য্যন্ত যে সব জংলী, দেওয়ানের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্রোহ করেছিল তিনি তাদেরই হাতে গিয়ে পড়লেন। অবিচার, অত্যাচার, উৎপীড়নে জংলীরা একেবারে তখন মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। উত্তেজিত ভাবে তারা জানাল যা কিছু এতদিন সয়েছে তার বিচার তারা চায়।

জংলীদের সেই বিচার-সভাতেই এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

—ঃ০ গীত ০ঃ—

(১)

রাজকুমারী চন্দ্রা দেবী— —কানন দেবী

এক দিন চিনে নেবে তারে
তারে চিনে নেবে অনাদরে
যে রয়েছে কুণ্ঠিতা।
সরে যাবে নবারুণ আলোকে, কালো অবগুণ্ঠন।
ঢেকে রবে না রবে না মায়া কুহেলী মলিন আবরণ।
আজ গাঁথুক মালা, সে গাঁথুক মালা,
তার দুঃখ রজনীর অশ্রুমালা—
কখন দুয়ারে অতিথি আসিবে
লবে তুলে মালাখানি ললাটে
আজি জ্বালুক প্রদীপ চির অপরিচিতা
পূর্ণ প্রকাশের লগন লাগি॥

—রবীন্দ্রনাথ

(২)

রাজকুমারী চন্দ্রা দেবী— —কানন দেবী

কাছে যবে ছিল, পাশে হোলোনা যাওয়া।
চলে যবে গেল, তারি লাগিল হাওয়া॥
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে
তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হতে শুনি স্রোতে তরণী বাওয়া॥
যেখানে হ'লনা খেলা সে খেলা ঘরে
আজি নিশিদিন মন কেমন করে।

হারানো দিনের ভাষা
স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখি জলে পিছনে চাওয়া॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৩)

নর্ত্তকী— —বীনা

(সই) হাটে যেতে বড় গহীন বন
কে জানে লো কেবা সেথায় হারায় কখন॥
সেথা ডালে ডালে কি যে ধরে ফুল,
পায়ে পায়ে কেবলি হয় ভুল,
চোখে যারে দেখিনি সেও হয় যেন আপন।
সেথা আঁকা বাঁকা পথ চেনা দায়,
ডাইনে পা বাড়াই যদি মন চলে বাঁয়।
গহীন বনে এত ছলনা
(সই) হাটে যাওয়া বুঝি হ'ল না
পসরা নেয় কেড়ে যদি কেড়ে রাখে মন॥

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

(৪)

রাজকুমারী চন্দ্রা দেবী— —কানন দেবী

এলো কখন পাই নি সাড়া।
শুধু দেখি মরা নদীর
কূল ছাপিয়ে বহে ধারা॥
সহসা ঘুম যেন ভাঙ্গলো—

কিসের দোলা লাগলো—
বনে বনে শাখায় শাখায়
ফুলের জোয়ার পেল ছাড়া ॥
কেন শুধাও চোখের চেনা ছিল কিনা—
মন বলে যে খোঁজ রাখি না।
শুধু জানি আজ আকাশে
তারার দিকে চেয়ে হাসে
আমার মিলন-লীলা-মধুর
কত যুগের কত তারা ॥

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

(৫)

রাজকুমারী চন্দ্রা দেবী—

—কানন দেবী

যেতে যেতে ফিরে চাই
দেখে দেখে তবু সাধ মেটে নাই।
এই গিরি নদীর মায়া
পাতা কাঁপা এই বনের ছায়া
জড়িয়ে আছে মনের মাঝে কেমনে ছাড়াই ॥
হেথায় কথা ফুরায় যদি কোথায় হবে সুরু
জানা অজানারই দোলায় বুক যে দুরু দুরু।
রোদমাখান সারা বেলা
হৃদয়খানি ছিল মেলা
আকাশ ভরা যা পেয়েছি সাথে নিলাম তাই ॥

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

কেশগন্ধা

কেশ রচনায় ও প্রসাধনে অপরিহার্য্য

অঙ্গ—"কেশগন্ধা"

—কেশগন্ধা কেশ তৈল—

আর সি ব্যানার্জী, পারফিউমার

ক লি কা তা

শ্রীকল্যাণ

সুপোভিত · মহাসুগন্ধি · আয়ুর্ব্বেদিক · কেশতৈল

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রণালীতে কেশ চর্চ্চার উপাদান প্রস্তুত হইত। কিন্তু অধুনা সেই অমূল্য সম্পদ লুপ্তপ্রায়। বহু গবেষণার ফলে আবার সেই বিলুপ্ত আয়ুর্ব্বেদীয় রীতিতে সম্পূর্ণ ভেষজ উপাদানে শ্রীকল্যাণ কেশ তৈল প্রস্তুত। ইহা মস্তিষ্ক, কেশের হিতকারী

· জেম · কেমিক্যাল · কলিকাতা ·

N. I. P. (J) I